যুগান্তর

তারিখ ... SEP. ০৪ 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

৮৬ কলেজ ও মাদ্রাসার সবাই ফেল করেছে

যুগান্তর রিপোর্ট

এত ভালো ফলাফলের পরও এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৮৬টি কলেজ এবং মাদ্রাসা থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। যদিও শূন্য পাস করা কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা বছর বছর হ্রাস পাচ্ছে। গত বছর একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন কলেজ ও মাদ্রাসার

ফেল : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

ফেল : সবাই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যা ছিল ১৩১টি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ছয় বছরে শূন্য পাস করা কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ছয় গুণ হ্রাস পেয়েছে। ২০০১ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৪৭৯টি। ২০০২ সালে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৫৩টি। ২০০৩ সাল থেকে শূন্য পাসের হার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমতে থাকে। এ বছর একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ২৯৮টি। ২০০৪ সালে ২৭৮টি এবং ২০০৫ সালে ছিল ১৩১টি। এবার এ সংখ্যা আরও কমেছে। এবার ৮৬টি কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। এরমধ্যে মাদ্রাসা সংখ্যা ৩১টি। আর কলেজ রয়েছে ৫৫টি। একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন কলেজের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১টি, রাজশাহী বোর্ডে ২২টি, যশোর বোর্ডে ৮টি, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৫টি এবং বরিশাল বোর্ডে ৩টি। কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ডে শূন্য পাসের হার এমন কোন কলেজ নেই।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এ সম্পর্কে বলেন, এবার সারাদেশের ৩৬৩টি কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে একশ' ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এরমধ্যে ৩১টিই মাদ্রাসা। একশ' ভাগ পাস করা কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ২২টি কলেজ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, গত বছর পাসের হার শূন্য ছিল এমন সব কলেজ এবার ভালো করেছে। বিশেষ করে কোন কলেজে পাসের হার শূন্য নেই। এটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি ভালো দৃষ্টান্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাধিকবার মনিটরিং করা হয়েছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের অভাবনীয় সাফল্য সম্পর্কে বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মনিরুল ইসলাম বলেন, গত বছর খারাপ ফলাফল করা প্রত্যেক মাদ্রাসাকে চিঠি দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে বোর্ডে ডেকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস না করা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়নি। সেইসঙ্গে মনিটরিং ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছিল।